দৈনিক সংবাদ

তারিখ 3 1 JUL 1992
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৭ ...

# বৃত্তিজট

কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশন জট, রাস্তাঘাটে যানজট, অফিস–আদালতে চাকরি ক্ষেত্রে নিয়োগ বন্ধের জট। চারদিকে নানা জটের দ্বন্দ্বে জীবন যখন অতিষ্ঠ, ঠিক সে সময় শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন ধরনের আর একটি জট সৃষ্টি হতে চলেছে। স্কুল–কলেজের বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীরা তাদের বৃত্তির টাকা পাচ্ছেন না। মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা সরকারী বৃত্তি পেয়েছেন প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী। এখন বৃত্তির টাকা পাওয়ার আশায় তাদের বছর গুণতে হচ্ছে। এক থেকে দেড় বছরের 'বৃত্তিজট' সৃষ্টি হয়েছে।

আমাদের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, খুলনা জেলার ৪ শতাধিক মেধাবী ছাত্রছাত্রী গত অর্থবছরে তাদের বৃত্তির টাকা পান নি। গত ডিসেম্বরে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের ৬ মাসের টাকা দিয়ে দেয়া হয়েছিল। তবে সেটা পাওয়া গিয়েছিল খুলনা হিসাবরক্ষণ অফিসের একটি ভুলের সুবাদে। কলেজ পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীরা বৃত্তির টাকা মোটেও পান নি।

বৃত্তিপ্রাপ্ত গরীব ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা অনেকাংশে বৃত্তির টাকার ওপর নির্ভরশীল। সময়মত বৃত্তির টাকা না পেলে অনেকের পক্ষে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। খুলনায় অনেক গরীব অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রী বৃত্তির টাকার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দরবারে ঘোরাঘুরি করে ব্যর্থ হয়ে ফেরৎ যাচ্ছেন।

শুধু খুলনায় নয়, সারা দেশে একই সমস্যা। ছাত্রছাত্রীরা বৃত্তি পেয়েছে। কিন্তু বৃত্তির টাকা পাচ্ছে না। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের কোন মাথাব্যথা থাকলে সমস্যা এরকম জট পাকিয়ে ওঠার কথা নয়।

সমস্যার উৎস উপরমহলে। গত মাসে পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক সংবাদে জানান হয়েছিল, কারিগরি ও সাধারণ শিক্ষায় অভ্যন্তরীণ বৃত্তি প্রকল্পের টাকা কোন খাতে বরাদ্দ করা হবে সে প্রশ্নে মন্ত্রণালয় পর্যায়ে বিতর্ক দেখা দেয়। সে বিতর্কের সমাধান না হওয়ায় গত অর্থবছরের বাজেটে না কি বৃত্তির টাকার বরাদ্দ ছিল না। ফলে বৃত্তি টাকা দেয়া যায় নি।

কর্মকর্তারা আশ্বাস দিয়ে বলছেন, আজ না হোক কাল বৃত্তির টাকা পাওয়া যাবেই। কিন্তু প্রশ্ন সেটা নয়। আজ পড়াশোনাা চালিয়ে যাওয়ার জন্য বৃত্তির যে টাকা আজই পাওয়া প্রয়োজন, সে টাকা দু'/এক বছর পর পেয়ে কি লাভ? বৃত্তির টাকার অভাবে আজ কারো পড়াশোনার ক্ষতি হলে, কাল সে টাকায় ক্ষতিপূরণ কতটুকু হবে?

বৃত্তি টাকা সময়মত পৌছে দিতে ব্যর্থতাকে এক ধরনের গুরুতর নিয়মভঙ্গ বলে বিবেচনা করা চলে। শিক্ষা ক্ষেত্রে পদে পদে অনিয়ম যেভাবে জমে উঠছে, সেখানে কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে আর একটি অনিয়মের সূত্রপাত ঘটান কতটুকু যুক্তিসঙ্গত?

ছাত্রছাত্রীদের কাছে মূল ব্যাপার হচ্ছে সময়মত বৃত্তির টাকা হাতে হাতে পাওয়া। সে টাকা কোন খাত থেকে আসবে তা কর্তৃপক্ষের ব্যাপার। বৃত্তির টাকার খাত নির্ধারণে বিতর্ক থাকতে পারে। কিন্তু সে বিতর্কের জন্য ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি পাওয়া যদি অনিশ্চিত হয়ে পড়ে, তার দায়দায়িত্ব কর্তৃপক্ষের ওপরই বর্তায়। খাত নিয়ে বিতর্কে যাওয়ার আগে কর্তৃপক্ষের এসব দিকে ভেবে দেখা একান্ত প্রয়োজন ছিল।

খাতের গন্ডগোলই যদি আসল ব্যাপার হয়ে থাকে, এবার তার সমাধান হবে বলে আশা করা যায়। বৃত্তিজট জটিল হয়ে ওঠার আগেই সমস্যার একটি সুরাহা করা হোক।